দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

# শিক্ষাঙ্গন

## অস্থিতিশীল শিক্ষাঙ্গন ও সেশনজট প্রসঙ্গে

জ্ঞানার্জনের ব্রত নিয়ে সত্যিকারের মানুষ হওয়ার অসীম আগ্রহ নিয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে আসে। এখান থেকেই ব্যক্তিত্বের প্রসারতা ঘটে। শিক্ষাঙ্গন বলতে আমরা এক কথায় বুঝি মানুষ গড়ার বৃহৎ আঙ্গিনা। তার সাথে যোগ হয় নৈতিক মূল্যবোধের চেতনা, সৃজনশীলতার চর্চা ও বিকাশের পরিবেশ। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার আদর্শকে সমুন্নত রেখে ভবিষ্যতের পথে পরিস্ফুটিত করার অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়া। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনগুলোর দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি, সেখানে শিক্ষার পরিবর্তে চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, বোমাবাজি লুটতরাজ ইত্যাদি। এই অরাজক পরিস্থিতির কারণে সেশনজট বেশ পুরনো কথা ব্যাধিও বটে। এ ব্যাধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমনটি প্রকট ছিল, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমনটি ছিল না। গত এক যুগেরও বেশীকাল থেকে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি, নৈরাজ্য, কারণে-অকারণে ধর্মঘট আহবান, সরকার কর্তৃক অহেতুক বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, বিভিন্ন দাবীর প্রেক্ষিতে শিক্ষক-কর্মচারীর ধর্মঘট এবং কর্মবিরতি, মুষ্টিমেয় ছাত্র-ছাত্রীর মুখে পরীক্ষা পিছানোর দাবী— এসব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশনজট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। যাতে সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিরীহ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা। একটি গরীব দেশের একজন ছাত্রের জীবন থেকে একটি বছর খসে পড়া জাতীর, ছাত্রের অভিভাবকের অপূরণীয় ক্ষতি। সেশনজটের প্রেক্ষিতে শিক্ষিত মেধা সঠিক সময়ে জাতীয় উন্নয়ন গতিধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারছে না। ফলে জাতি শিক্ষিত মেধা শ্রম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে দেশের অর্থনীতি ও জাতীয় উন্নয়নের উপর। শিক্ষক সকল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ। স্নেহে, মমতায়, শাসনে শিক্ষক আকর্ষিত হবেন সকল শিক্ষার্থীর কাছে। শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ সুন্দর মার্জিত করার ব্যাপারে শিক্ষককে আন্তরিক ও সচেতন হতে হবে। তাদের ভেতরের আত্মবিশ্বাস ও আত্ম প্রত্যয় এবং সুপ্ত গুনাবলী বিকশত করার ব্যাপারে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। শিক্ষক শুধু শিক্ষকই নন— তিনি হবেন একাধারে আদর্শ বন্ধু ও অভিভাবক। কিন্তু শিক্ষকদের একাংশ তাদের মূল লক্ষ্য হারিয়ে মান-সম্ভ্রম ভুলে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন।

ফলে শিক্ষকতার মূল স্বকীয়তা ক্ষুণ্ণ হয় মারাত্মকভাবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করার প্রেক্ষিতে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে প্রাপ্য সম্মান হারান। শিক্ষকদের সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়া এবং পক্ষপাতমূলক আচরণ কি অশুভ পরিস্থিতির জন্ম দেয় তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য শিক্ষকরা কম বুঝেন না।

আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ছাত্ররা এক সময় দেশকে, দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষার্থে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। আবার সে ছাত্রসমাজের গণতন্তর হত্যা করার পাঁয়তারা, সন্ত্রাসবাদ প্রশ্রয় দেয়ার ষড়যন্ত্র— এটা জাতীর জন্য বড়ই দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যের।

শিক্ষাঙ্গনগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে চাই শিক্ষক ছাত্র রাজনৈতিক মহলের ঐকান্তিক সদিচ্ছা। এ প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে অস্ত্র আমদানী বন্ধ করতে হবে এবং পেশী বলে বলীয়ান মস্তানদেরকে ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কার করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কারা সন্ত্রাস করে, কারা পেশীশক্তি বলে পুরো ছাত্র-শিক্ষক গোষ্ঠীকে জিম্মি করে রাখে তা যেমন রাজনৈতিক নেতাদের অজানা নয়, তেমনি সরকারের প্রশাসনেরও নয়। তবে যা হচ্ছে না, তাহলো এদের দমননীতির পদক্ষেপ।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, জ্ঞানার্জন ও মনুষ্যত্ব বোধের আদর্শের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণতাকে চাপিয়ে দেয়ার একটা অপপ্রয়াস, বা পেশীশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আসে। প্রকৃতপক্ষে, সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গনের ভিতর থেকে উৎসারিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতি ও বিরোধি দলের দায়িত্বহীনতা এর মূল কারণ।

দেশের আগামী সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় শিক্ষকরা শিক্ষাঙ্গনে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের কাজে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, একাডেমিক বক্তৃতা, বিতর্ক, শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি ও খেলাধুলায় মনোনিবেশ করা আবশ্যক। তবে এর সুফল জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও রাজনৈতিক দল, মতাদর্শ নির্বিশেষে সকলেই ভোগ করতে পারবে। অন্যথায় সকল উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপের দায়দায়িত্ব ও কুফল সকলকেই বহন করতে হবে। কেউ এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে নিস্তার পাবে না।

—জাহাঙ্গীর হোসেন পল্টু,
৭৬, মধ্যবাসাবো, ঢাকা-১২১৪।

## উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজী প্রসঙ্গে

সম্প্রতি সরকার ১৯৯৪ সাল হতে কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা, অনার্স প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজী একটি পৃথক সাবজেক্ট হিসেবে সংযুক্ত ও বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছেন। আমরা বাঙালী হলেও ইংরেজীকে এত গুরুত্ব দেই যে আমাদের বাচ্চারা প্রথম বুলিতে ইংরেজীতে কথা বলে। ইংরেজী শিখানোর জন্য তাদের কিন্টার গার্টেনে ভর্তি করি। এইভাবে প্রথম শ্রেণী হতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তাদের ইংরেজী শিখানোর জন্য চাপের মুখে রাখি। এরপরও যদি কেউ ইংরেজীতে কাঁচা থাকে তবে সে দোষটা নিশ্চয়ই ছাত্রের নয়। শিক্ষাদানের পদ্ধতি, কোর্স কারিকুলাম, শিক্ষকের দোষ। দীর্ঘ একটানা ১৮-২০ বছরে যারা ইংরেজী শিখতে পারলো না তারা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক বছরে কিভাবে ইংরেজী শিখবে? উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজীকে একটি পৃথক বিষয় হিসেবে বাধ্যতামূলক করলে হিতে বিপরীত ঘটবে। 'গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা'-এর মতো হবে। কারণ ইংরেজীর মতো একটি কঠিন বিষয় পাস করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অধিকাংশ সময় ঐদিকে ব্যয় করবে মূল বিষয়ে নজর দিতে ফুরসৎ পাবে না। ফলে, না হবে বিশেষজ্ঞ, না হবে অন্য কিছু অর্থাৎ 'জ্যাক অব অল ট্রেডস মাস্টার অব নান'। বিদেশে চাকুরী কিংবা উচ্চ শিক্ষার জন্য কারও যদি ইংরেজীতে দক্ষ হওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে তিনি ব্যক্তিগত চেষ্টায় শিখে নেবেন এবং এটা উত্তম পন্থা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদি ইংরেজীতে দক্ষ করতেই হয়, তবে উচ্চ শিক্ষার সাথে যে কোর্স সংযুক্ত করা হচ্ছে, তা অষ্টম শ্রেণী হতে একাদশ শ্রেণীতে সংযুক্ত করে ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বিষয়টি বিবেচনার জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ আবদুল আহদ,
এজিএস শিক্ষক পরিষদ,
হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ,
দিনাজপুর।

## মিশন ও কেজি স্কুল বনাম সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি কামনান্তে জানাচ্ছি যে, দেশে গণশিক্ষাকে বাধ্যতামূলে আকর্ষণীয় হিসেবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিটিভি ও রেডিওতে বিভিন্নভাবে প্রচারকার্য অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কতটুকু সফল হচ্ছে, এটাই আমার লেখার মূল উদ্দেশ্যে। বর্ধিত জনসংখ্যার মুখে সরকারী/বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয় অথচ ব্যয়বহুল হলেও ধনী/গরীব নির্বিশেষে কষ্ট স্বীকার করে নিশ্চয়তা বিধানে নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঝুঁকে পড়ছে মিশন ও কেজি স্কুল ইত্যাদি নামের মুষ্টিমেয় উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর। এতে দেশের অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংখ্যা অপ্রতুল, লক্ষণীয়, ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেকে অনিচ্ছাকৃত পিছিয়ে। এখন প্রশ্ন কেন এই বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতা? মিশন ও কেজি স্কুল ইত্যাদি নামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম, নীতি ও প্রতিষ্ঠানগত কারণ যাই থাক, দেশের সমস্ত সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও পরিবেশ মান উন্নয়নে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ন্যায় কিছুটা হলেও চেষ্টা করে জনগণের আস্থা ও নির্ভরতা ফিরিয়ে আনা নিশ্চয় কঠিন নয়। আপনি এ বিষয় ভেবে দেখবেন বলে আশা রাখি।

—মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদাউস (রিনা),
সাং সাধুপাড়া, পোঃ পীরগঞ্জ বাজার,
থানা ও জেলাঃ নাটোর।

## কোন্‌টি শুদ্ধ হবে?

৩য় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশে ৮৫,৬৫০টি গ্রাম আছে। আবার পপি গাইড, বেস্ট গাইট টু মাধ্যমিক রচনা শিক্ষা, রচনায় অধ্যাপক আঃ মজিদ ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী রচিত বাংলা রচনা নবম ও দশম শ্রেণীর পুস্তকে উল্লেখ বাংলাদেশে ৬৮ হাজার গ্রাম আছে। আমরা কোন্‌টি শিখব? কোন্ উত্তরটি লিখলে বা শিখলে সঠিক হবে?

এসব প্রশ্নের জবাব কোন্‌টি লিখলে প্রাপ্ত নম্বর থেকে বঞ্চিত হব?
এমতাবস্থায় কোন্‌টি সঠিক হবে, কোন্‌টি লিখলে প্রাপ্ত নম্বর থেকে বঞ্চিত হব না— তা কর্তৃপক্ষের নিকট জানতে ইচ্ছে হয়।

—মোঃ হারুন রশিদ (জুনিয়র শিক্ষক),
নিশ্চিন্তপুর আলীয়া মাদ্রাসা,
কচুয়া, চাঁদপুর।